NOV. 27 2001

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

'ছাত্রদল' সম্পর্কে নতুন করে ভাবুন

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। তাকে অভিনন্দন।

কিন্তু তিনি আরেকটু অগ্রসর হতে পারতেন। শুধু কেন্দ্রীয় কমিটি কেন, সমগ্র দেশে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রেখে নতুন করে ছাত্রদল গঠন করলে ভাল হতো। খালেদা জিয়ার সৌভাগ্য, ছাত্রদল নিজেই তাদের সাম্প্রতিক কিছু দুর্নীতির মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে এই সুযোগ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির বর্তমান যে দুরবস্থা তার পেছনে 'ছাত্রদলের' ভূমিকা কম নয়। ছাত্রলীগের ভূমিকাও কম নয়। এই দুটি ছাত্র সংগঠন যৌথভাবে ছাত্র রাজনীতির অবস্থান, ভাবমূর্তি, জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এজন্য শুধু ছাত্রদল ও ছাত্রলীগকে অভিযুক্ত করলে তা ন্যায্য হবে না। এজন্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা কম দায়ী নন। নীতি ও স্বার্থপরতার জন্য এদেশের ছাত্র রাজনীতি আজ এরকম কলুষিত। ছাত্র রাজনীতির যে মহান ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে তা আজকের ছাত্র রাজনীতিকে শুধু উপহাসই করতে পারে।

যাই হোক, অতীত ঘেটে কোন লাভ নেই। এই কালো অধ্যায়ের কথা পাঠকের অজানা নয়। বরং ছাত্র রাজনীতিকে কিভাবে আবার পুরনো বৃত্তে ফিরিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করলেই ভাল হবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার হাতে গড়া 'ছাত্রদলের' কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে 'ছাত্রদল' সম্পর্কে সমালোচকদের অভিযোগকে পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছেন। এটাও খুব প্রশংসাযোগ্য। আমাদের নেতা-নেত্রীরা তাদের ভুল স্বীকার করতে চান না। একগুঁয়েমি ও জেদ করে ভুল ঢাকার জন্য আরও ভুল করতে থাকেন। এজন্য খেসারত দিতে হয় সমগ্র জাতিকে।

নির্বাচনের পরদিন সবরকম তথ্য হাতে আসার আগেই শেখ হাসিনা বলে ফেললেন, 'তারা পরাজিত হননি, পরাজয় ঘটানো হয়েছে। নির্বাচনে স্থূল কারচুপি হয়েছে। ইত্যাদি।' এখন শেখ হাসিনা তো বটেই, আওয়ামী নেতাদের একটি অংশ, আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী কলামিস্ট সকলে 'হুক্কাহুয়া' রবে এই অভিযোগকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণপাত করে যাচ্ছেন। কারণ 'নেত্রী' একবার বলে ফেলেছেন কাজেই এখন সেটাই প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া উপায় কি!

এটা একটা রোগ। নেতা-নেত্রীরা যদি জেদ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারেন তাহলে জাতির সমূহ ক্ষতি হবে। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় যাওয়ার অতি অল্প কালের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন তার প্রিয় 'ছাত্রদলের' কেন্দ্রীয় কমিটি মোটেও তার জন্য 'সম্পদ' নয় বরং লাইবিলিটি। এই লাইবিলিটিকে যত তাড়াতাড়ি তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন তত তার পক্ষে ও তার সরকারের জন্য মঙ্গল হবে। অনুমান করছি, সেই প্রক্রিয়ায় তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। গত এক মাস ছাত্রদলের সদস্যরা ঢাকায় ও অন্যান্য জায়গায় যেসব কাণ্ড করেছে তার জন্য স্রেফ 'কমিটি স্থগিত' করাটাই যথেষ্ট নয়। দোষী ছাত্রনেতাদের আইনের কাছে সোপর্দ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি দায়মুক্ত হতে পারেন না। অন্তত জগন্নাথ হল অপারেশনে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যাদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ইতিমধ্যে তাদের দুজনকে ধরা হয়েছে। কিন্তু তাদের সবাইকেই এবং তাদের গডফাদারদের গ্রেফতার করা না হলে বুঝতে হবে বিএনপি সরকারের কাছে আইন সবার জন্য সমান নয়। এক্ষেত্রে ডা. ইকবালের ঘটনার জন্য শেখ হাসিনাকে জনগণ যেভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন খালেদা জিয়াকেও সেভাবে অভিযুক্ত করবেন। তাহলে জনগণ সরকার পরিবর্তন করলেন কেন? যাহা বাহান্ন তা তিপ্পান্ন? খালেদা জিয়াকে প্রমাণ করতে হবে তার সরকার দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

অধ্যক্ষ মুহুরীর হত্যাকারীদের খুঁজে পেতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যাদের ছবি ছাপা হয়েছে তাদের পেতে সময় লাগার কথা নয়। ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকার পেশাদার খুনি বা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু নিজের দলের অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করতে সময় লাগবে কেন? গডফাদারদের নির্দেশ দিলেই তারা সাগরেদদের হাজির করে দিতে বাধ্য। সুখের বিষয়, বিএনপির মধ্যে খানু কোন কলামিস্ট নেই, যিনি সাফাই গেয়ে বলবেন, ছবিগুলো ট্রিকস করে ছাপা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও তার দল যদি ভেবে থাকেন চার দলীয় জোটকে এই অভাবনীয় বিজয় এনে দিতে 'ছাত্রদল' বিরাট ভূমিকা পালন করেছে– তাহলে আমি বলব তাদের ধারণা ভুল। নিরপেক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের জিজ্ঞাসা করুন– তারাও একই উত্তর দেবেন। তবে বিএনপির একটা পর্যায়ে 'ছাত্রদল' কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। সেটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু গত নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে যে জোয়ার উঠেছিল সে ক্ষেত্রে 'ছাত্রদলের' ভূমিকা ছিল সামান্যই। ঢাকায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য জেলায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ছাত্রদল' সে রকম শক্তি দেখাতে পারেনি।

গত নির্বাচনে বিএনপি বা চার দলীয় জোটের অভাবনীয় বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সন্ত্রাস ও ব্যর্থতা। 'কৃতিত্ব' দিতে হলে আওয়ামী লীগকে দিতে হবে। আর সাধারণ ভোটারদের দিতে হবে, যারা সক্রিয়ভাবে কোন দল করে না। কাজেই নির্বাচনে অভাবনীয় বিজয়ের জন্য 'ছাত্রদল' যদি প্রশ্রয় প্রত্যাশা করে তা খুব ভুলভাবে করবে। বিএনপিকে এটা বুঝতে হবে। বরং সরকারের প্রথম এক মাসে 'ছাত্রদল' ঢাকাসহ সারাদেশে যে কাণ্ড ঘটিয়েছে তাতে জোট সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 'ছাত্রদলের' কেন্দ্রীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে তা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। এখন শাস্তি দেয়ার পালা।

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি সভানেত্রী খালেদা জিয়া এখন নতুন করে ভাববার অবকাশ পাবেন– তিনি তার ছাত্র সংগঠনটিকে কিভাবে ঢেলে সাজাবেন। অনেক রকম পথ রয়েছে তার সামনে। তিনি বেছে নিতে পারেন একটি বা দুটি পথ। এখানে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে তিনি আবার নতুন 'লাল্টু-পাল্টুদের' পাল্লায় পড়ে যাবেন। সেই পথে আর নয়।

প্রথমে বিএনপি ও খালেদা জিয়াকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ছাত্র নামধারী লাঠিয়াল বাহিনীর আদৌ দরকার আছে কিনা। আমার নিজের ধারণা, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এই দুটি গণসংগঠন এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, জনসমর্থনই তাদের প্রধান শক্তি। ছাত্রদের বা ছাত্র ক্যাডারদের ওপর তাদের আর নির্ভর করতে হবে না। বরং ছাত্ররা তাদের পিছু নেবে নিজেদেরই স্বার্থে। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ক্যাডার পোষার আগের দিন এখন আর নেই। বরং ছাত্র সংগঠন বা ক্যাডার বাহিনী তাদের লাইবিলিটি।

> **বিএনপি নেতৃত্বকে বলব পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির দিকে একটু তাকাতে। তাদের এত আধিপত্য বা জনপ্রিয়তার উৎস কী? নিশ্চয় ছাত্র সংগঠন নয়। সেখানে ছাত্র সংগঠনের কোন ভূমিকাই চোখে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের শক্তির প্রধান উৎস কাজ এবং কাজ।**

এই বিষয় নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বকে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। বিএনপি নেতৃত্বকে বলব পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির দিকে একটু তাকাতে। তাদের এত আধিপত্য বা জনপ্রিয়তার উৎস কী? নিশ্চয় ছাত্র সংগঠন নয়। সেখানে ছাত্র সংগঠনের কোন ভূমিকাই চোখে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের শক্তির প্রধান উৎস কাজ এবং কাজ। সরকারি কর্মসূচি, সুশাসন ও উন্নয়ন দিয়ে তারা ভোটারদের হৃদয় জয় করেছে। পরপর চারবার নির্বাচনে বামফ্রন্টের জয়লাভ সম্পর্কে বিপক্ষ দল কোন 'স্থূল কারচুপির' অভিযোগ কখনও তোলেনি। কোন কোন এলাকায় পরাজিত প্রার্থীরা অভিযোগ তুলেছে। তবে সার্বিকভাবে অভিযোগ তোলা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট পারলে বাংলাদেশে বিএনপি বা চার দলীয় জোট পারবে না কেন? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, ছাত্র বা যুব ক্যাডার না পুষেও পরপর চারবার নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব।

তবে বিএনপি নেতৃত্ব যদি ভাবেন, 'আমরা অত ভাল কাজ করতে পারব না, অত সুশাসনও দিতে পারব না, আমাদের 'লাল্টু-পাল্টু' লাগবে।' তাহলে বিএনপিকে আওয়ামী লীগের দিকে তাকাতে হবে। জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, ইকবাল, হাজী সেলিম প্রমুখ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে পারেনি। 'লাল্টু-পাল্টুদের' চাইতে এদের 'প্রতিভা' কম ছিল না। কিন্তু জনতার রায় এদের বিপক্ষে গেছে। কাজেই বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় রাজনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মানসিকতা অনুধাবন করে বিএনপি নেতৃত্বকে 'ছাত্রদল' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইতিমধ্যে রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এটা মনে রাখতে হবে। বরং 'ছাত্রদলকে' সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পুনর্বিন্যাস করে বিএনপি একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। যা আওয়ামী লীগকেও প্রভাবিত করলে অবাক হব না।

বিএনপি চাইলে ছাত্র কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভঙ্গিতে 'ছাত্রদলকে' নতুন করে সাজাতে পারে। তার গঠনতন্ত্র পুনর্বিন্যাস করতে পারে। যে গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী ২৫ বছরের বেশি কেউ দলের কোন পর্যায়ের কমিটিতে থাকতে পারবে না, কোন অনিয়মিত ছাত্র কমিটিতে থাকতে পারবে না, কোন ছাত্র দুবারের বেশি কমিটিতে থাকতে পারবে না, দুটি ফার্স্ট ডিভিশন না থাকলে তাকে কমিটিতে রাখা যাবে না (স্মরণ করা যেতে পারে, এক সময় শুধু কৃতী ছাত্ররাই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব পদ লাভ করত)। বিধিবহির্ভূতভাবে কোন ছাত্রদল নেতা বা কর্মী অর্থবিত্তের মালিক হলে পারলে ও তা প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে, ইত্যাদি।

গঠনতন্ত্রের এই কয়েকটি ধারা কার্যকর করতে পারলেই 'ছাত্রদল' একটা সুবোধ সংগঠনে পরিণত হয়ে যাবে। এরপর হল কর্মসূচি। ছাত্র সংগঠনটির কাজ কি হবে? তাও চিহ্নিত করা দরকার। তাদের কাজ হবে– নবাগত ও ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা, পাস করে যাওয়া ছাত্রদের জন্য 'জব সেন্টার' খোলা, বিশেষ করে কম্পিউটার কোর্স পরিচালনা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কর্মসূচি নেয়া ও তাতে অংশ নেয়া, এলাকাভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়া, নিয়মিত বিতর্ক সভা পরিচালনা করা, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, মূল রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ছাত্রদের জন্য আলোচনা সভার (বটতলার সমাবেশ নয়) আয়োজন করা ও বছর শেষে একটি 'বার্ষিক রিপোর্ট' প্রকাশ করা।

'ছাত্রদল' এসব কাজ করলে তাকে কি বিএনপির আদর্শবিরোধী কাজ বলা যাবে? তাহলে নতুন 'ছাত্রদলকে' এরকম ভূমিকা পালন করতে নির্দেশ দিতে অসুবিধা কোথায়?

'ছাত্রদলকে' এরকম ঢেলে সাজাতে বিরাট কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা আফগানিস্তানের অজানা গুহায় ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়ার মতো কঠিন কাজ নয়। এটা শুধু বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল বা 'হাওয়া ভবনের' আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। তারা চাইলেই ছাত্র রাজনীতিতে এই গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেন। আমার বিশ্বাস, খালেদা জিয়া যদি 'ছাত্রদলের' ক্যাডার কালচার বিলোপ করতে পারেন তাহলে দেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা ঘটবে। আমি আবার বলছি– সূচনা ঘটবে। এরকম সূচনাও কম কথা নয়।

দৈনিক 'সংবাদ' (১৯ নভেম্বর)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: 'বর্তমান সরকার ছাত্র রাজনীতির সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করার কথা ভাবছে।'

অবশ্য সংবাদপত্রের খবর কতটা সত্য তা বলা মুশকিল। আজকাল নানা মতলবে নানা 'খবর' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবু আলোচনার খাতিরে ধরে নিচ্ছি 'সংবাদে' প্রকাশিত খবরটার মধ্যে সত্যতা আছে।

আমি মনে করি সরকার একতরফাভাবে এরকম কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা আত্মঘাতী হবে। ক্ষমতাসীন দল তাদের ছাত্রফ্রন্ট সম্পর্কে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করা কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। সরকার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বদলীয় সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী ক্যাডার ও আইন অমান্যকারীদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় তাহলে ছাত্র রাজনীতির চেহারা রাতারাতি পাল্টে যাবে। সমস্যা হচ্ছে এখনও পর্যন্ত সরকার বা সরকারি দল তাদের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের (পত্রিকায় অনেকের ছবিও ছাপা হয়েছে) নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে পুলিশ নীরব। এরকম অবস্থায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করলে খুব বেশি ফল হবে না। সরকারি দলকে আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে তাদের দলের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী, দখলদার, অস্ত্রধারী ক্যাডার ও নানা মামলায় অভিযুক্ত নেতা ও কর্মীদের আইনের হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দৃঢ় ঘোষণাকে আন্তরিক বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

'ছাত্রদলের' কাজকর্ম বন্ধ করে তিনি একটি সিগন্যাল দিয়েছেন। এখন জগন্নাথ হল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক হল, টেন্ডার, হাটবাজার, টার্মিনাল জোর দখলকারী ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির সন্ত্রাসীদের আইনের হাতে তুলে দিলে তিনি তার সরকারের সুশাসনের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। জানি, কাজটা তার পক্ষে খুব কঠিন। কারণ এসব ক্যাডার ও সন্ত্রাসী লালনকারী অনেকে তার আশপাশে রয়েছে। এরা বাধা দেবে। তবু খালেদা জিয়াকে দলের ও সরকারের স্বার্থে কাজটা করতে হবে।

আমি শুধু প্রধানমন্ত্রীকে একটা কথা সবসময় মনে রাখতে বলব: জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমানরা শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জেতাতে পারেনি। সন্ত্রাসী ক্যাডার অশেষে আপনারও কোন উপকারে আসবে না। তাদের ঝেড়ে ফেলুন। পরিচ্ছন্ন রাজনীতির সূচনা করুন। জনগণ আপনার পাশে থাকবে।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক